ভোরের কাগজ

তারিখ ... 8 MAY 2003

মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক

ফাজিল-কামিল পরীক্ষাকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের সমমান করার উদ্যোগ

কাগজ প্রতিবেদক : মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরিচালিত ফাজিল ও কামিল পরীক্ষাকে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষার সমমানের মর্যাদা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে সরকার। এ ক্ষেত্রে ফাজিল ও কামিল পরীক্ষাকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আনা হবে। এ লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৮০ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৭৮ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হচ্ছে। পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার বিরাজমান বৈষম্য নিরসন করা হচ্ছে।

গতকাল বুধবার স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে উল্লিখিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। মন্ত্রিপরিষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা সংক্রান্ত উল্লিখিত বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত বর্তমান পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির এ বৈঠক সূত্রে জানা গেছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করা ও সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার বিরাজমান বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের একটি কমিটি গত ডিসেম্বরে গঠন করা হয়। এ কমিটি গত মার্চ মাসে বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়। এ প্রতিবেদনের ওপর গতকালকের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনার পর ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা সংক্রান্ত উল্লিখিত বিষয়ে সংশ্লিষ্টরা ঐকমত্য পোষণ করেন।

বৈঠক সূত্র জানায়, ফাজিল ও কামিল সার্টিফিকেট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ও মাস্টার্স ডিগ্রির সমমানের নয় বলে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীগণ দেশের অন্যান্য গ্রাজুয়েটদের মতো জাতীয় উন্নয়নের অংশ গ্রহণে সুযোগ পাচ্ছে না। আর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত সিলেবাসের মাধ্যমে ডিগ্রি দেওয়া হলে তা মানসম্মত হবে এবং মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা অন্যান্য গ্রাজুয়েটদের সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করবে।

বৈঠক সূত্রে আরো জানা গেছে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা সংক্রান্ত উল্লিখিত বিষয়সহ ১৬ দফা প্রধান সুপারিশ এবং আরো ৭ দফা সাধারণ সুপারিশ করে। এসব সুপারিশের ওপর বিস্তারিত আলোচনার পর আগামী বৈঠকে ফাজিল ও কামিল পরীক্ষার সিলেবাস এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষার সিলেবাসের মধ্যে একটি তুলনামূলক চিত্র উত্থাপন করা হবে। পরবর্তী সময় ফাজিল ও কামিল পরীক্ষাসহ অন্যান্য সুপারিশমালার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও সূত্রটি জানায়।

বৈঠকে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়কমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, কৃষিমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী পাটমন্ত্রী হাফিজউদ্দিন আহম্মদ, শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক, মন্ত্রিপরিষদের সচিব ড. সাদত হুসাইন, শিক্ষা সচিব মুহাম্মদ শহিদুল আলম ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব অধ্যাপিকা ড. তাহমিনা হোসেন উপস্থিত ছিলেন।